শৈলকুপায় দুর্গা প্রতিমা ভাংচুর, জড়িত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি আটক

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার ফুলহরি গ্রামে দুর্গা প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মনজের বিশ্বাস নামের এক মানসিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে ফুলহরি হরিতলা সর্বজনীন পুজা মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়া দৃশ্যে দেখা যায়, এলাকার মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মনজের আলী মন্দিরে প্রবেশ করে। একে একে মূর্তিগুলোর মাথা ভেঙে সরিয়ে দিচ্ছেন এবং পানিতে চুবাচ্ছে।

এ ব্যাপারে মন্দির কমিটির সভাপতি বিকাশ কুমার বিশ্বাস বলেন, রাত ৪ টা পর্যন্ত আমাদের লোকজন এখানে পাহারায় ছিলো। এরপর মনজের বিশ্বাস এই কাজটি করেছে। সে অসুর, কার্তিক, স্বরস্বতিসহ ৬ টি প্রতিমার মাথা ভেঙেছে। সকাল ৯ টার সময় আমরা এসে দেখতে পাই যে প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে।

কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপশ বিশ্বাস বলেন, মনজের বিশ্বাস কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধী। যেখানে পুজা হয় সে সেখানে যায়। আমাদের এই মন্দিরেও সে আসে। আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া করে। এখন এই ভাঙচুর তার মানসিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো ষড়যন্ত্র তা খতিয়ে দেখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, সিসিটিভির ফুটেজ দেখে আমরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করেছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই প্রস্ততিমূলক অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মেহেদী হাসান, দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন (তদন্ত) অনুপ দাস, আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউপি (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি বাসুদেব হালদার, সঞ্জয় হালদার, শোভন দাস, বিকাশ কুমার বিশ্বাসসহ উপজেলার ২১ টি পূজা মন্ডপের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

এবার উপজেলায় ২২ টি পূজা মন্ডপের মধ্যে ২১ টি মন্ডপে পূজা উদযাপন হবে।

মেহেরপুরে পুরোদমে চলছে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি

মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতির ব্যস্ততা। প্রায় সব মণ্ডপে

প্রতিমার কাঠামো গড়ে উঠেছে, রং-তুলির আঁচড় দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। কোনো কোনো মণ্ডপের প্রতিমা প্রায় প্রস্তুত হয়ে এসেছে। পাশাপাশি মণ্ডপ নির্মাণ, আলোকসজ্জা ও সাজসজ্জার কাজও এগিয়ে চলছে পুরোদমে।

গতকাল মঙ্গলবার মেহেরপুর শহরের কয়েকটি পূজা মণ্ডপ ঘুরে এবং আয়োজক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জেলার মোট ৪০টি মণ্ডপে এবার দুর্গাপূজার আয়োজন হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর শহরসহ সদর উপজেলায় ১৪টি, মুজিবনগরে ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৮টি মণ্ডপে দেবী দুর্গাকে বরণ করার প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরে।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় রয়েছে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির, শ্রীশ্রী হরিসভা মন্দির, শ্রীশ্রী হরিজন বালক পূজা মন্দির, গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির (দাসপাড়া, গোভীপুর), শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির, শ্রীশ্রী রাধের শ্যাম মন্দির, শ্রীশ্রী রাম মন্দির, বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারেয়ারী দুর্গা মন্দির, শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দির (পিরোজপুর দাসপাড়া) এবং শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির এসব মণ্ডপে প্রস্তুতি শেষের পথে।

মুজিবনগর উপজেলায় চলছে মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, বাবুপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মণ্ডপ, বল্লভপুর পূজা মণ্ডপ, দারিয়াপুর ও খানপুর শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দিরে শারদীয় পূজার প্রস্তুতি।

গাংনী উপজেলায়ও চলছে সাজসজ্জার ব্যস্ততা। এখানে রয়েছে গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালী মন্দির, গাড়াডোব দাসপাড়া কালী মন্দির, কচুইখালী যুগিন্দা দুর্গা মন্দির, শ্রীহরি মন্দির (নিত্যান্দপুর), রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, ষোলটাকা কর্মকারপাড়া দুর্গা মন্দির, ষোলটাকা দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাওট দাসপাড়া কালী মন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির, ভোমরদহ দাসপাড়া কালী মন্দির এবং হিজলবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির প্রতিটি জায়গায় চলছে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রস্তুতির শেষ মুহূর্তের কাজ।

শহরের শ্রীশ্রী হরিসভা মন্দির, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির এবং শ্রীশ্রী হরিজন বালক পূজা মন্দির প্রাঙ্গণেও আয়োজনের শেষ মুহূর্তের কাজ এগিয়ে চলেছে। আগামী রবিবার মহালয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা।

শ্রীশ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দিরের প্রতিমাশিল্পী শংকর বলেন, আসন্ন দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমরা প্রতিমা শিল্পীরা ব্যস্ত সময় পার করছি। ২৮ তারিখে আমাদের পূজা শুরু হবে। সেজন্য রঙের কাজ নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত। এবং আমাদের তিন-চারটা মূর্তি আছে, দিনরাত পরিশ্রম করে রঙের কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি, সেজন্য আমরা দিনরাত পরিশ্রম করছি।

প্রতিমাশিল্পী দীপঙ্কর বলেন, স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যেই রঙের কাজ প্রায় শেষের দিকে। রঙের কাজ করতে এখনো আমাদের দুই দিন মতো সময় লাগবে। ভারত থেকে এসে কাজ করে ভালোই লাগছে।

শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য ভাস্কর হালদার বলেন, আমাদের সার্বিক প্রস্তুতি চলছে। কিছুদিন পরেই আমাদের রঙের কাজ শুরু হবে। তারপরে আলোকসজ্জা এবং প্রশাসনিক সমস্ত কাজ শুরু করা হবে। প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম সম্পন্নের মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে।

বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দেবী দুর্গা সব অশুভ শক্তি বিনাশের প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। পূজা উপলক্ষে মণ্ডপগুলোকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদারের প্রস্তুতিও চলছে এবং পূজার দিনগুলোতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

পূজা আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের দুর্গাপূজায় প্রতিমার শৈল্পিক কারুকাজ, মণ্ডপের সৌন্দর্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। দর্শনার্থীরা যেন নির্বিঘ্নে মণ্ডপে গিয়ে পূজা উপভোগ করতে পারেন, সে জন্য সার্বিক কাজ শেষ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পূজা উপলক্ষে আনসার ভিডিপি বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পিসি/এপিসি আনসার ভিডিপি সদস্য বাছাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আলমডাঙ্গা উপজেলার আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মাঠে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় আনসার ভিডিপি সদস্যরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার আনসার ও ভিডিপি জেলা অ্যাডজুট্যান্ট আবুল হাসনাত মোঃ লতিফুল আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষক মাজিদুল হক, প্রশিক্ষিকা রওশন আরা খাতুন এবং উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কোম্পানি কমান্ডার মুক্তার হোসেন।

জেলা অ্যাডজুট্যান্ট জানান, “আমরা প্রাথমিকভাবে কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করছি। যাচাই শেষে যারা নিয়মের মধ্যে পড়বেন তাদের তালিকা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হবে। পরবর্তীতে পুলিশ ভেরিফিকেশন শেষে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য বাছাইকৃত সদস্যদের সুস্থ ও সুঠামদেহী হতে হবে এবং আনসার ভিডিপির সার্টিফিকেট থাকতে হবে। পাশাপাশি তারা অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে। মণ্ডপে যাতে শৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, এজন্য নির্বাচিত সদস্যরা সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।”

দামুড়হুদায় ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী

(সাঃ) উদযাপন

দামুড়হুদায় ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) ১৪৪৭ হিজরী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান, উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রশিদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আবেদউদ্দৌলা টিটন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের কেয়ারটেকার আবুল হাসান, লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদের ইমাম আব্দুল আউয়াল, জয়রামপুর শেখপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মহিউদ্দিনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ।

সভায় বক্তারা বলেন, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) আমাদের জন্য শুধু উৎসবের দিন নয়; বরং এটি আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতার শিক্ষাগ্রহণের দিন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শে রয়েছে শান্তি, সহমর্মিতা, ন্যায় ও মানবকল্যাণের বার্তা। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে সমাজে বাস্তবায়ন করতে পারলেই সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অনৈতিকতা থেকে মুক্ত একটি সমাজ গঠন সম্ভব হবে।

পরিশেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা আশরাফুল আলম।

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা

বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন করা হয়েছে। দিনটি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. হাসিবুর জামান স্বপন।

এছাড়াও এসময় সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক মো. আবুল হাসান, মো. ফারাহ হোসেন লিটন, মো. হাবিবুর রহমান, মো. রফিউক ইসলাম, মো. বসির আহাম্মেদ, মো. রবিউল ইসলাম, সাহিদা বানু, শাহানাজ খাতুন, নার্গিস চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন

দর্শনায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন। গতকাল শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে দর্শনা বাস স্ট্যান্ড চত্বর থেকে এই আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। শুভ জন্মাষ্টমী সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার আয়োজনে দর্শনা পুরাতন বাজার দূর্গা মন্দিরের সভাপতি উত্তম কুমার

রন্জনের নেতৃত্বে সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন করেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহাবতার শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হন। অত্যাচারী ও অসুরদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় সাধুজনের রক্ষার লক্ষ্যে তিনি মথুরার কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে তিনি ব্রতী ছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত। অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন মাতা দেবকীর গর্ভে।

দর্শনা পুরাতন বাজার শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে দর্শনার বিভিন্ন মন্দির ও এলাকা থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনা ছিল। এই সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব বিজয় হালদার জেলা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম সম্পাদক সাংবাদিক নারায়ণ ভৌমিক দেবোতোষ বিশ্বাস দর্শনা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অনন্ত সানতারা, পুরাতন বাজার মন্দির কমিটির উপদেষ্টা ডাক্তার দুলাল চন্দ্র দে, অবনি মোহন সান্তারা, শৈলেন শান্তারা, কাজল সাহা, পরিমল, আশুতোষ, নকুল, প্রণয় শোভন দাস, অরুণ হালদার,অসিম, সুজন হালদার, স্বপন, নিরঞ্জন, মিঠুনসহ আরো অনেক কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ।

মেহেরপুরে ৪০ প্রহরব্যাপী

অখণ্ড শ্রী শ্রী তারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু

মেহেরপুর শহরের মহিলা কলেজ রোডস্থ শ্রী শ্রী হরিসভা মন্দির প্রাঙ্গণে দেশ মাতৃকা ও বিশ্বজননীর সকল সন্তানের মঙ্গল কামনায় ৪০ প্রহরব্যাপী অখণ্ড শ্রী শ্রী তারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত দশটার দিকে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, বাবাজী রাধারমন গোস্বামী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: খায়রুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, শ্রী শ্রী হরিসভা মন্দির কমিটির সভাপতি বিকাশ সাহা, সহ-সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস, সম্পাদক কিশোর পাত্র, সহ-সম্পাদক মদন কর্মকারসহ মন্দির কমিটির উপদেষ্টা দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও গোবিন্দ হালদার।

ধর্মীয় এ আয়োজনকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে পুরো মন্দির প্রাঙ্গণে।

ঝিনাইদহে আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন

আজ ১৬ আগস্ট শনিবার শুভ জন্মাষ্টমী। সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আরাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম রক্ষার্থে মহাবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সেই উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে পালন করা হয় জন্মাষ্টমী। এরই ধারাবাহিকতায় ঝিনাইদহের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় আনন্দ-উৎসবের মধ্য দিয়ে জন্মাষ্টমী পালন

করেছে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে দ্বাপর যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মহাবতার শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে আবির্ভূত হন। অত্যাচারী ও অসুরদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় সাধুজনের রক্ষার লক্ষ্যে তিনি মথুরার কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন।

শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে তিনি ব্রতী ছিলেন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত। অবতার হয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন মাতা দেবকীর গর্ভে।

ঝিনাইদহে শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দির থেকে জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় মন্দিরে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে ঝিনাইদহের বিভিন্ন মন্দির ও এলাকা থেকে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অনুষ্ঠানসূচির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মীয় আলোচনা ছিল।

শ্রী শ্রী মদন মোহন মন্দিরের সভাপতি অলোক কুণ্ডু ও সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত সরকার জানা, প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা জন্মাষ্টমীর র্যালি সম্পন্ন করেছি।

কুতুবপুরে ধর্মগুরু নিগামানন্দের ১৪৬ তম জন্মোৎসব পালিত

হিন্দু ধর্মীয় গুরু নিগমানন্দ সরস্বতীর ১৪৬ তম বার্ষিক সার্বভৌম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপি আয়োজিত নানা কর্মসূচিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ভক্ত অনুরাগীদের পদচারনায় এখন মুখরিত তার জন্মতিথি মেহেরপুরের কুতুবপুরে। সকাল থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার নারী পুরুষ ও শিশুরা আসছেন।

তন্ত্র, জ্ঞান, বেদান্ত, যোগ, ভক্তি বা প্রেম দর্শন নিয়ে শ্রীচৈতন্য ও শংকরের দর্শনের সমন্বয়ে একটি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস” যিনি “স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস” নামেও পরিচিত ছিলেন। আধ্যাতিক এই ধর্মগুরুর ভক্ত অনুরাগী রয়েছে ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলংকা, আস্ট্রেলিয়া আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন হাজার হাজার নারী-পুরুষ। সাঁথে এনেছেন শিশুদেরকেও।

ভক্তরা জানান, এহকালের সব কিছুই বিলিয়ে দিয়েছি গুরুর চরনে। ভালমন্দ সবই তার কৃপা। এখানে আসতে পেরে নিজেকে পাপ মুক্ত হয়েছেন বলে মনে করছেন ভক্তরা।

রাজশাহী থেকে এসেছেন ডাক্তার সুকর্ণ ঘোষ,তিনি বলেন অনেক ছোট বেলা থেকে তিনি কুতুবপুর আশ্রমে আসেন পরিবারের সাথে। মনের অজান্তে সেই থেকেই গুরুর পায়ে নিজেকে সোপর্দ করেছি। সারা জীবন প্রতি বছরেই এখানে এসে গুরুকৃপা নিতে চাই।

যশোরের কলেজ শিক্ষার্থী পুষ্পিতা ঘোষ জানান, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ইশ্বরের নৈকট্য প্রাপ্ত ছিলেন শ্রী নিগামানন্দ। মেহেরপুরের কুতুবপুর ছিল তার বসতভিটা। এখানে আসতে পেরে নিজেকে আত্নশুদ্ধির সুযোগ হয়েছে। তবে নিগামানন্দের বসতভিটার জমিজমা এখন বেদখল। সেই সমস্ত জমিজমায় অনেক ইতিহাস ও গুরুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সরকারের কাছে সেগুলি উদ্ধারের দাবী জানান এই অনুসারী।

আশ্রমের ট্রাস্টি সদস্য নব কুমার জানান, প্রতি বছর এখানে দেশের ৬৪ জেলা থেকে অনুসারীরা আসেন। বিদেশ থেকেও আসেন অনেকে। প্রায় বিশ হাজার অনুসারীরা এখানে জমায়েত হয়ে প্রার্থনায় মিলিত হন। অনেক সময় নিরাপত্তা নিয়ে শংকা থাকে। অনুসারীদের নিরাপত্তা খাদ্য সরবারাহে সরকারের উদ্যোগ নেয়ার দাবী করেন তিনি।

তিনদিন ব্যাপি এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, সমগ্র ভারত বর্ষের নিগামনন্দ ট্রাস্টের সভাপতি ভারতের আসাম রাজ্যের সভাপতি স্বামী দিগানন্দ স্বরসতি। তিনি বলেন, ধর্মের লক্ষ এক, মানুষের প্রেম এক, ইশ্বর এক, আল্লাহ এক। শুধুমাত্র পাওয়া ও চাওয়ার রাস্তা ভিন্ন। আমরা সবাই একই পথের যাত্রী।